বিনিময়

ইনফরমেশন টেকনলজি ডিভিশন (বিজনেস আইটি)
সোনালী ব্যাংক পিএলসি
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

০১. প্রথমে ই-ওয়ালেটের ইউজার/পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করি।

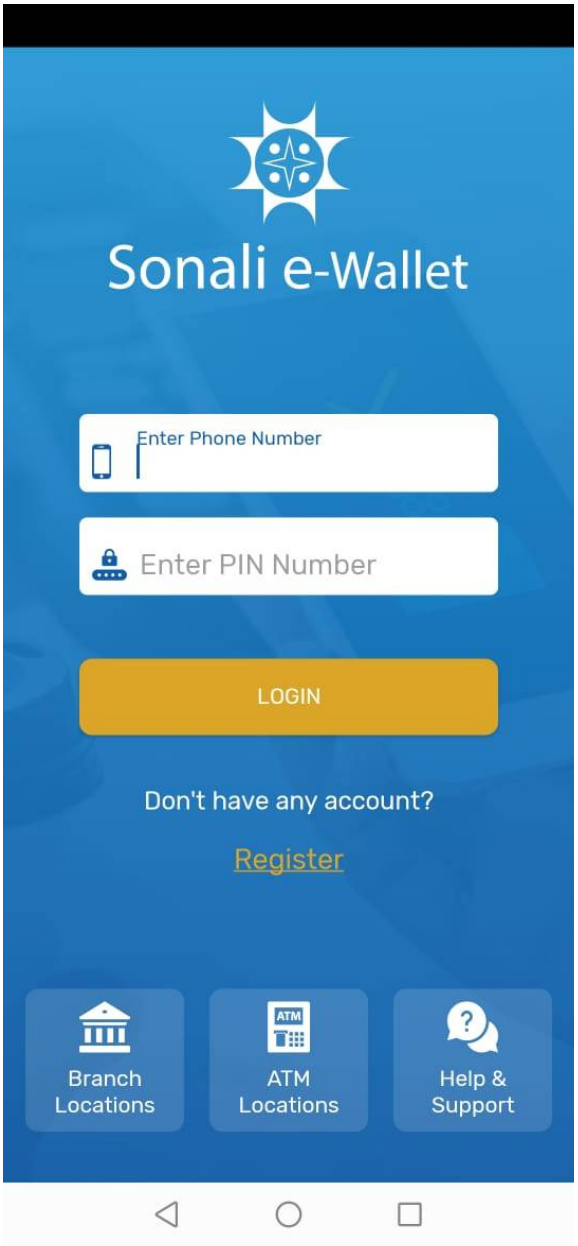

০২. লগইন হয়ে গেলে ই-ওয়ালেটের হোম পেজ চলে আসবে। হেমাপেজের নিচ দিকে “বিনিময়” মেনু থাকবে।

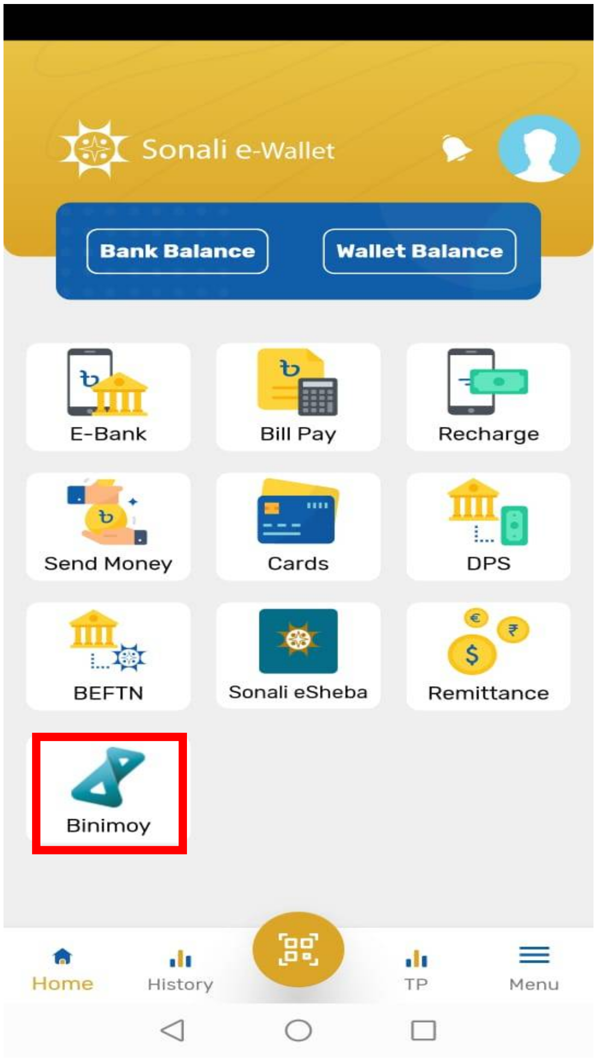

০৩. “বিনিময়” এ ক্লিক করলে নতুন ইউজার এর জন্য রেজিস্ট্রেশন লিংক থাকবে।

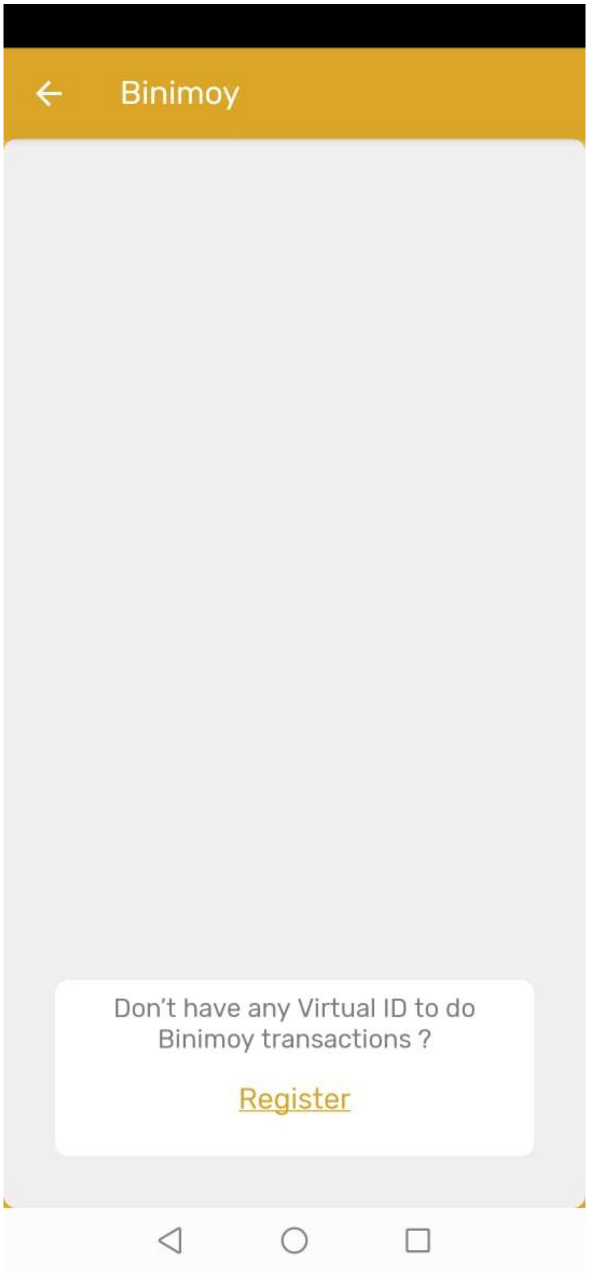

রেজিস্ট্রেশন এর জন্য নিচের ধাপ গুলো অনুসরণ করুনঃ

- রেজিস্ট্রেশনের সময় নিজের পছন্দমতো ভার্চুয়াল আইডি দিতেহ বে। ভার্চুয়াল আইডি ই হবে বিনিময়ের ইউনিক আইডি।
- বিনিময়ের একদম নতুন ইউজার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বিনিময়ে রেজিস্ট্রেশন না করে থাকলে ভার্চুয়াল আইডি দেয়ার সময় চেক বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে হবে ভার্চুয়াল আইডি টি এভেইলেবল আছে কি না। যদি এভেইলেবল না থাকে আইডির সাথে সংখ্যা ১২৩ ইত্যাদি যোগ করা যাবে।
- ভার্চুয়াল আইডি দেয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে আইডিটি তে যেনো কোন স্পেস না থাকে। উদাহরণ স্বরূপ – aziz ul haque @binimoy না দিয়ে azizulhaque@binimoy এভাবে দিতে হবে।

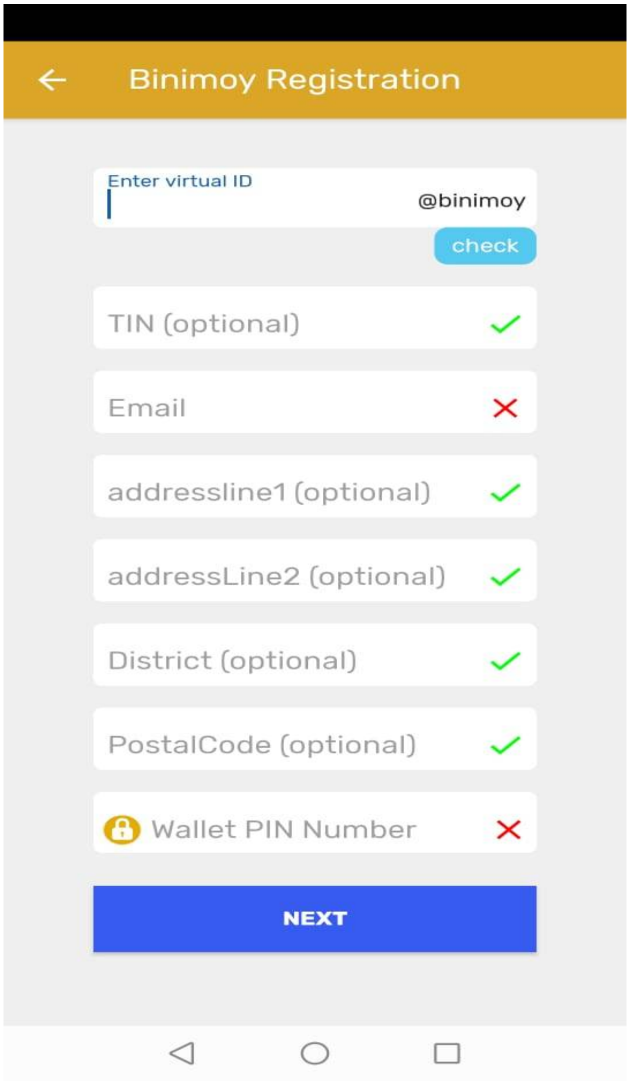

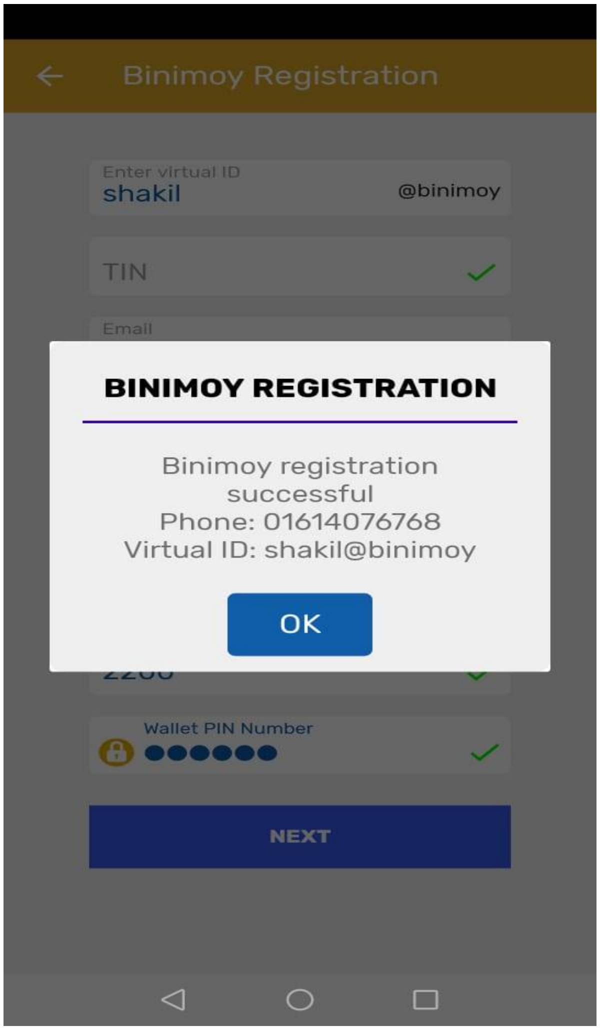

- অপশনাল ফিল্ড গুলো না দিলেও সমস্যা নেই ।
- বিনিময় যদি অন্য কোথাও আগে রেজিস্ট্রেশন করা থাকে সেক্ষেত্রে চেক করার প্রয়োজন নেই, এ অবস্থায় পূর্বের ভার্চুয়াল আইডি, ই-মেইল, ওয়ালেট পিন ও পূর্বে দেয়া বিনিময় পিন দিতে হবে এবং রেজিস্ট্রেশন সাকসেসফুল হয়ে সোনালী ব্যাংকের একাউন্ট ভার্চুয়াল আইডি তে এড হয়ে যাবে। এর মাধ্যমে নতুন রেজিস্ট্রেশন হবেনা ভার্চুয়াল আইডি তে সোনালী ব্যাংকের একাউন্ট গুলো যুক্ত হবে এবং গ্রাহক "রেজিস্ট্রেশন সাকসেসফুল"মেসেজ দেখতে পাবেন।
- রেজিস্ট্রেশনের সময় ফোনের লোকেশন এবং সেটিংস থেকে সোনালী ই-ওয়ালেট এপের লোকেশন পারমিশন দিয়েরা খতে হবে।
- সোনালী ব্যাংক থেকে রেজিস্ট্রেশন করার ফলে গ্রাহকের ব্যাংক একাউন্ট ও ওয়ালেট একাউন্ট দুটিই বিনিময়ে রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। "এলিয়াস" হিসেবে গ্রাহকের একাউন্ট গুলোর শেষ ৩ ডিজিট দিয়ে রেজিস্ট্রেশন হবে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক এলিয়াস ট্রানজেকশন চালু করলে পরবর্তীতে গ্রাহক চাইলে এলিয়াস দিয়ে ট্রানজেকশন করতে পারবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আপডেট অনুসারে পরবর্তীতে এলিয়াস পরিবর্তন করতে পারবে।

০৪. রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে ইওয়ালেটের বিনিময় মেনুতে ক্লিক করলে বিনিময় হোম পেজ দেখা যাবে।

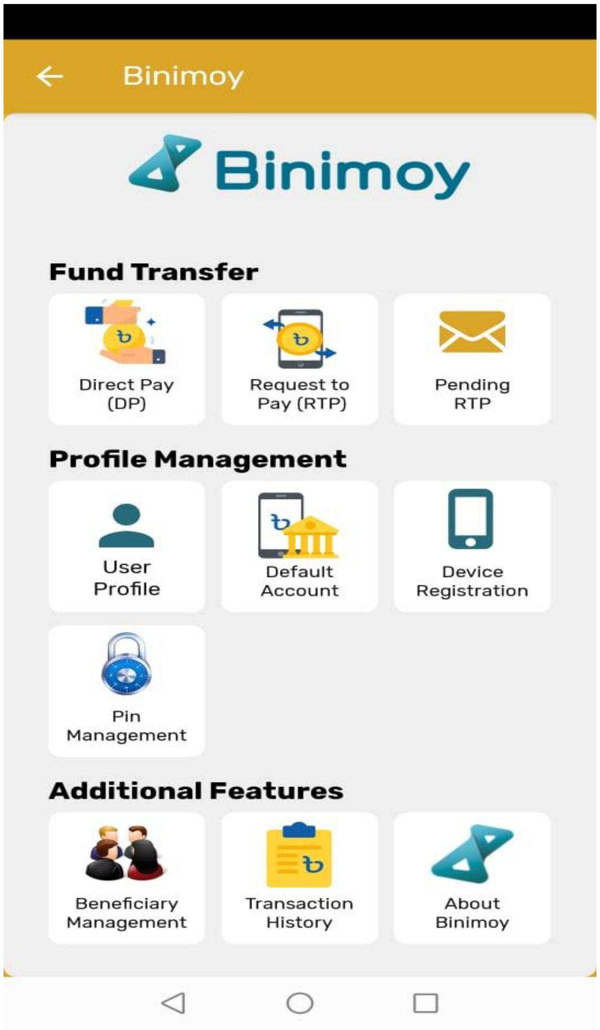

০৫. ডিরেক্টপে (Direct Pay):

- বিনিময়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর জন্য ডাইরেক্ট পে অপশনে যেতে হবে। রিসিভার ভার্চুয়াল আইডিতে যার কাছে টাকা পাঠাবে তারভার্চুয়াল আইডি দিতে হবে। ভার্চুয়াল আইডি টাইপ করে অন্য ফিল্ডে ক্লিক করলে রিসিভারের নাম দেখা যাবে।

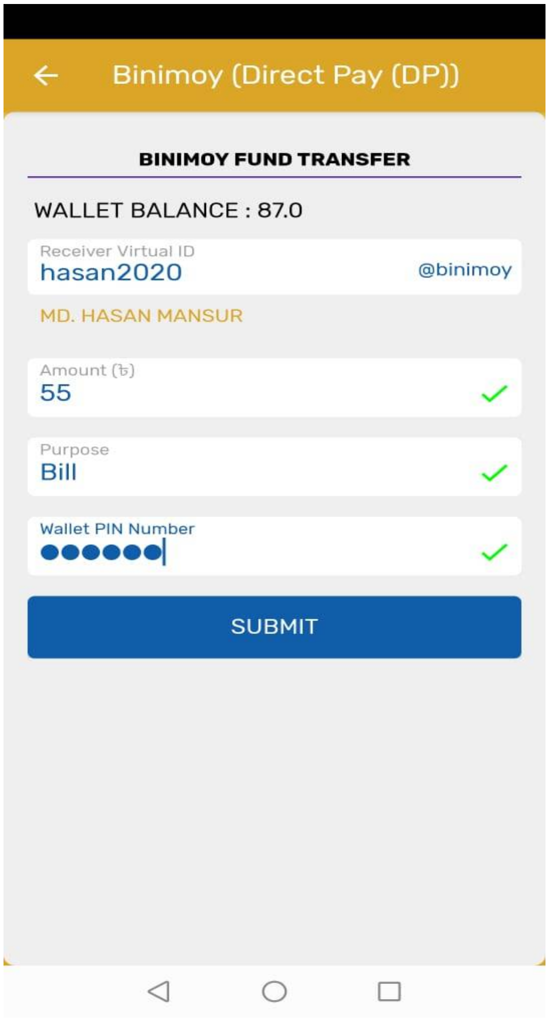

- রিসিভার নিশ্চিত হয়ে এমাউন্ট, পারপাস এবং ওয়ালেট পিন দিয়ে সাবমিট করতে হবে।
- মনে রাখতে হবে টাকা কাটবে বা ডেবিট হবে ওয়ালেট ব্যালেন্স থেকে তাই প্রয়োজনে একাউন্ট থেকে ওয়ালেটে ব্যালেন্স যোগ করে রাখতে হবে।

- ওয়ালেট পিন দিয়ে সাবমিট করার পর বিনিময় পিন দিতে হবে।

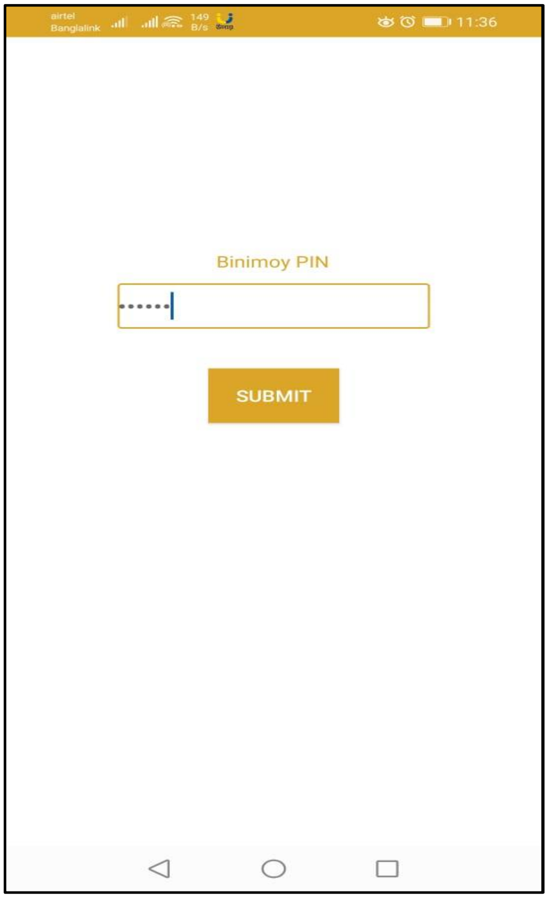

- বিনিময় পিন দেয়ার পর ওটিপি দেয়ার অপশন আসবে। ওটিপি দিতে হবে, চার্জ থাকলে সেটা দেখাবে।

- ওটিপি দিয়ে সাবমিট করলে ফান্ড ট্রান্সফার সাকসেস পপ আপ আসবে।

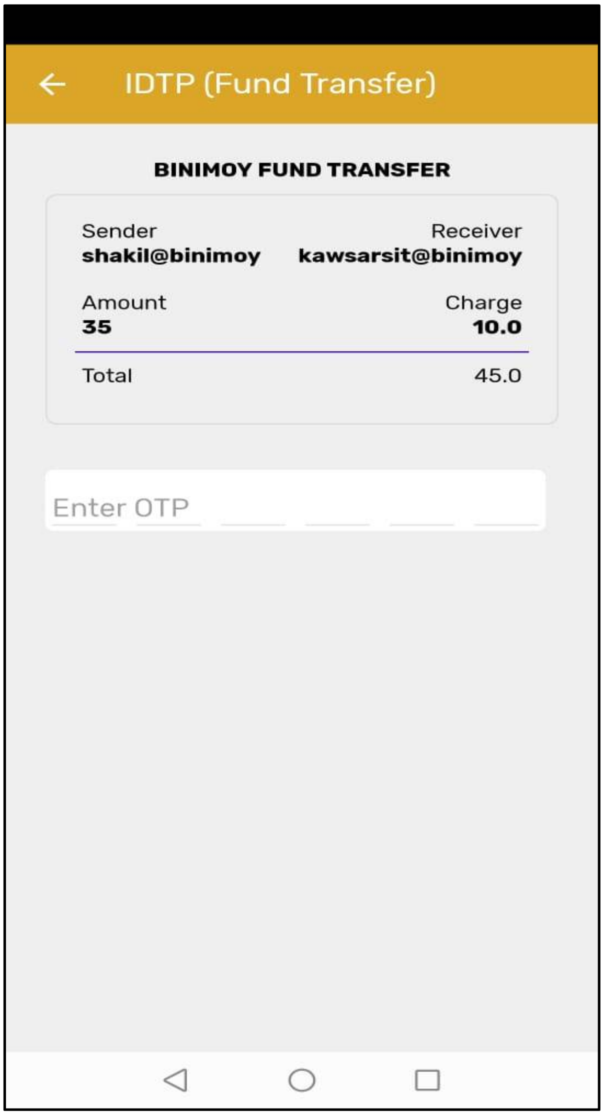

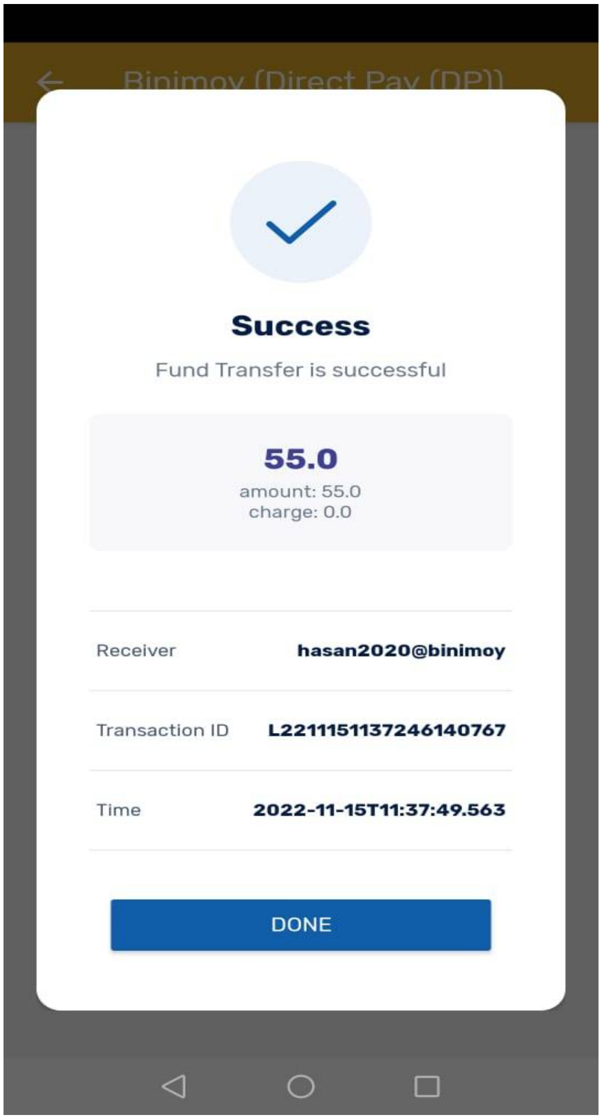

০৬. ট্রানজেকশন হিস্টোরী (Transaction History): গ্রাহক গণ তার সকল ট্রানজেকশনের বিবরণী দেখতে পাবেন এই মেনুতে।

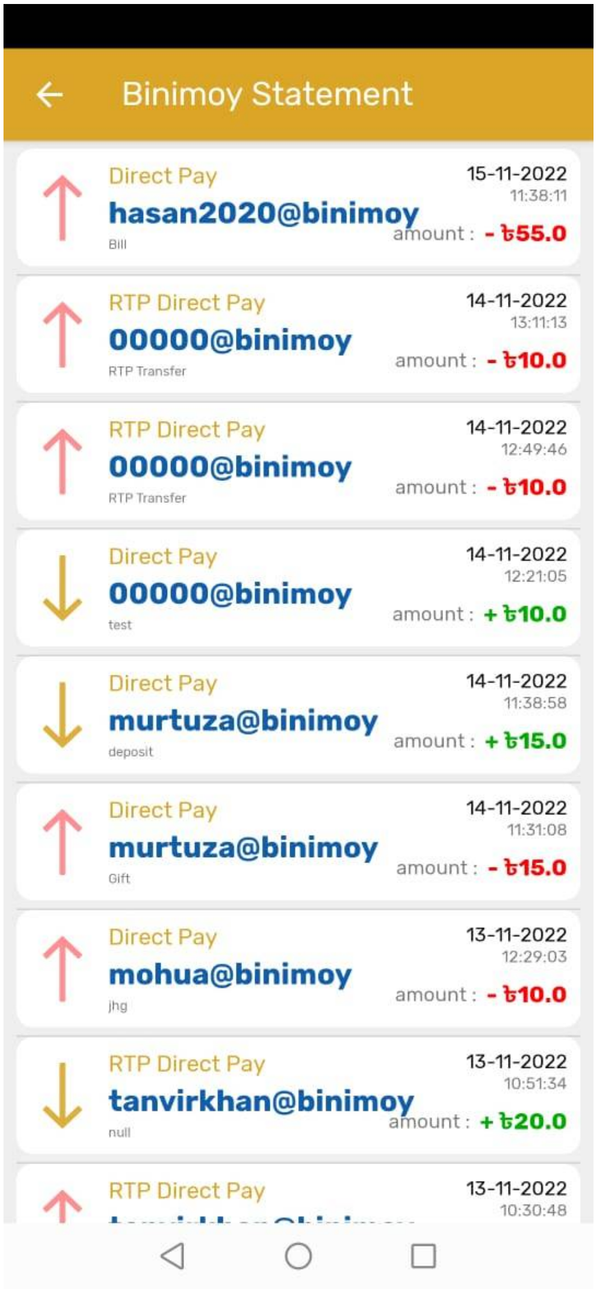

০৭. রিকুয়েস্ট টু পে (RTP):

- আরটিপি মানে হলো অন্য কাউকে টাকা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা।
- আরটিপি মেনু তে ক্লিক করলে যাকে আরটিপি পাঠানো হবে তার ভিআইডি দিতে হবে। ভিআইডি দেয়ার পর নাম দেখে রিসিভার নিশ্চিত করতে হবে।
- এমাউন্ট, পারপাস এবং পিন দিলে আরটিপি তৈরী হবে ও একটা আরটিপি আইডি দেখা যাবে।

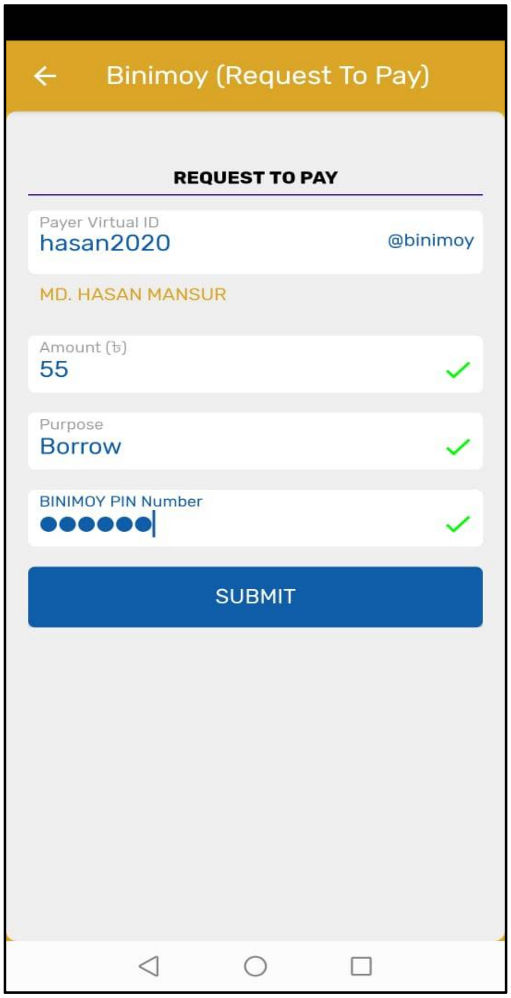

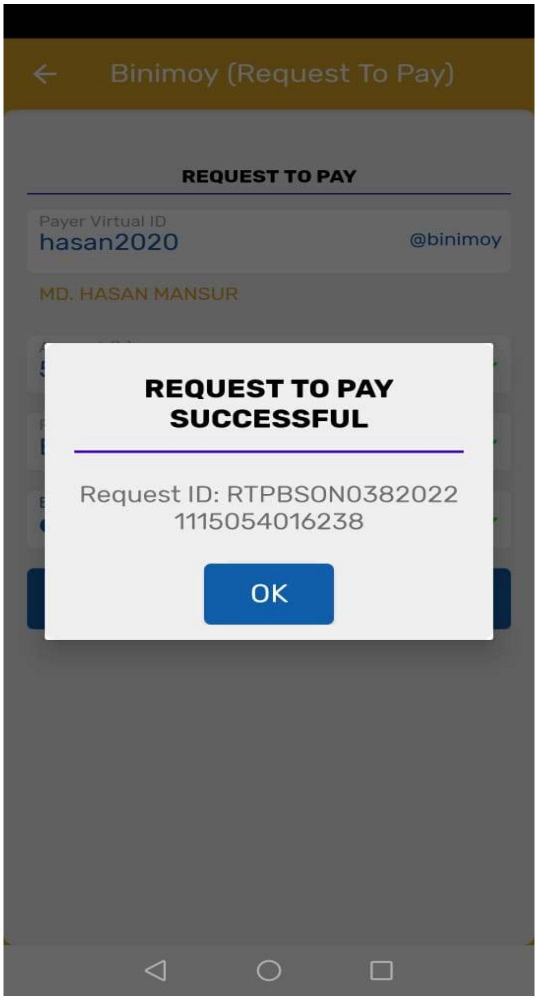

০৮. পেন্ডিং আরটিপি (Pending RTP):

- এই মেনুর মাধ্যমে গ্রাহকগণ কার কার কাছ থেকে আরটিপি পেয়েছেন বা গ্রাহক যাকে যাকে আরটিপি দিয়েছেন তা দেখতে পারবেন। প্রাপ্ত আরটিপি একটা নির্দিষ্ট সময়ের (বর্তমানে ৩০ মিনিট) মধ্যে এক্সেপ্ট বা রিজেক্ট করতে পারবেন।

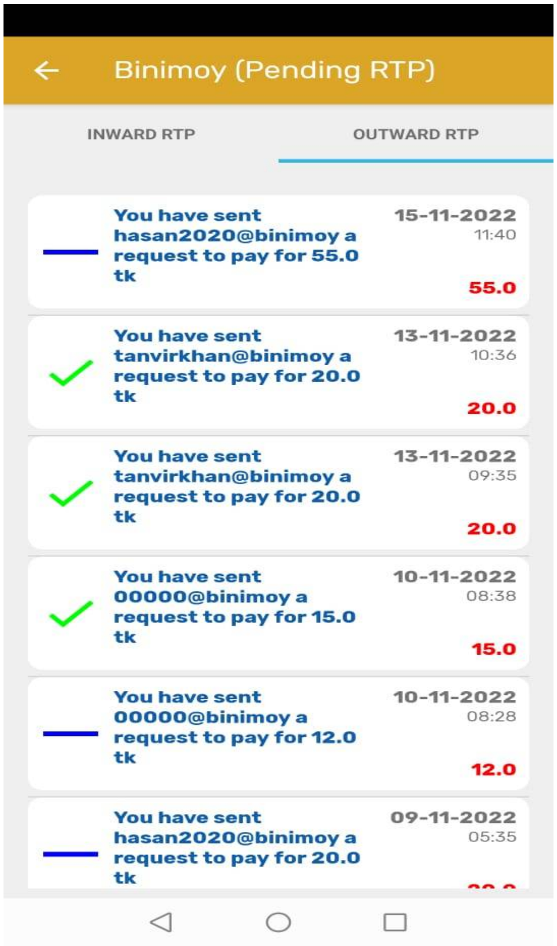

- প্রেরিত আরটিপি গুলোর মধ্যে কোন কোন আরটিপি এক্সেপ্ট করা হয়েছে বা কোন কোন রিজেক্ট করা হয়েছে বা কোন গুলো পেন্ডিং অবস্থায় রয়েছে গ্রাহক তা দেখতে পারবেন।
- সবুজ টিক চিহ্ন বুঝাচ্ছে যে উক্ত আরটিপি এক্সেপ্ট করা হয়েছে।
- লাল ক্রস চিহ্ন বুঝায় যে উক্ত আরটিপি রিজেক্ট করা হয়েছে।
- নীল স্ট্রেইট লাইন চিহ্ন বুঝায় যে উক্ত আরটিপি এখনো পেন্ডিং অবস্থায় আছে।

- ইনওয়ার্ড আরটিপি লিস্টের পেন্ডিং আরটিপি সমূহ এক্সেপ্ট করা যাবে যা ডিরেক্ট পে এর অনুরূপ।

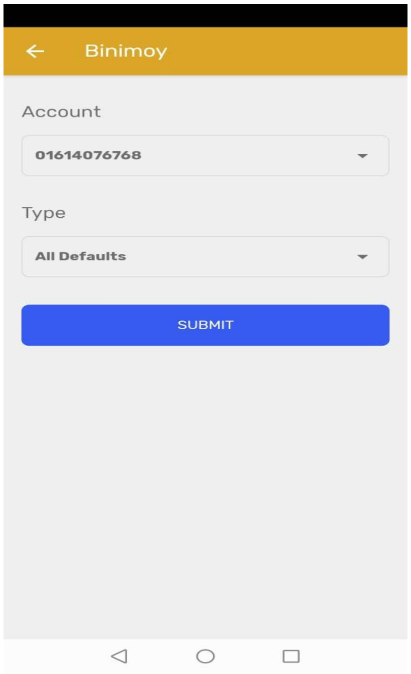

০৯.ডিফল্ট একাউন্ট : ডিফল্ট একাউন্ট মেনু থেকে গ্রাহক চাইলে তার ওয়ালেট একাউন্ট বা ব্যাংক একাউন্ট কে ডিফল্ট করে রাখতে পারবে। কোন একাউন্ট “অল ডিফল্ট” করা হলে বিনিময়ের প্রতিটি লেনদেনে সেই একাউন্ট টি ডেবিট বা সেই একাউন্ট ই ক্রেডিট হবে। “ডিফল্ট ডেবিটএ কাউন্ট” সেট করলে শুধু সেই একাউন্টই ডেবিট হবে, “ডিফল্ট ক্রেডিট একাউন্ট” সিলেক্ট করলে শুধু সেই একাউন্ট ই ক্রেডিট হবে। তাই মনে রাখার সুবিধার্থে “অলডিফল্ট” সেট করে রাখা টাই সুবিধাজনক।

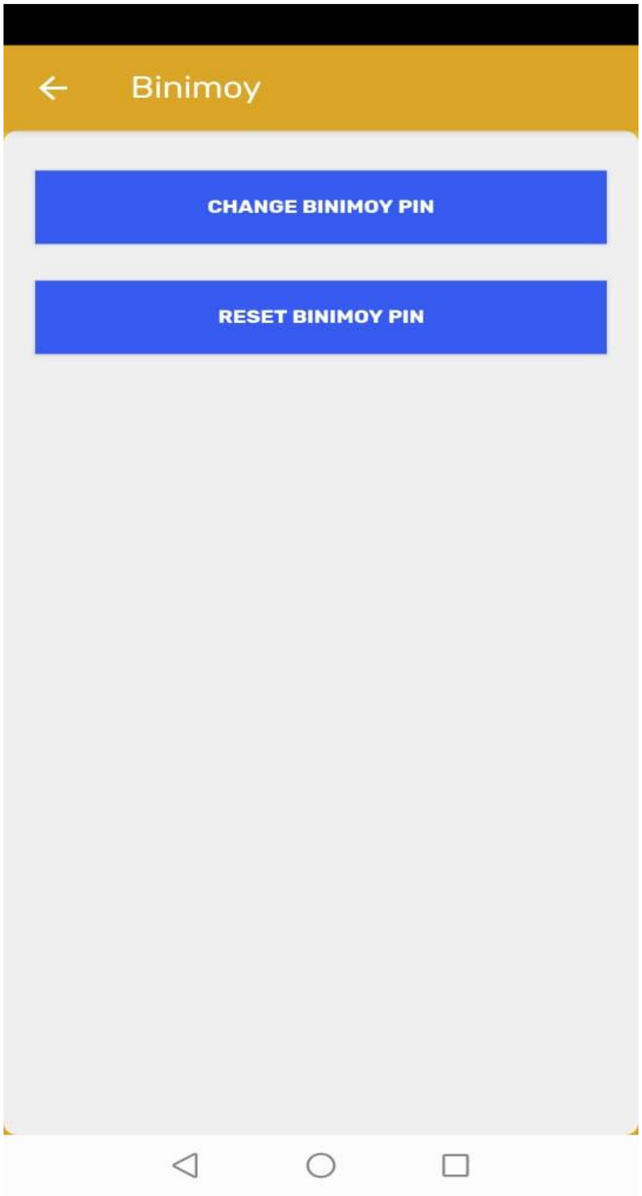

১০. পিন ম্যানেজমেন্ট: পিন ম্যানেজমেন্ট মেনুতে ক্লিক করলে দুটি মেনু পাবে। ০১.চেঞ্জ বিনিময়পিন ০২. রিসেট বিনিময়পিন।

০১. চেঞ্জবিনিময়পিন: গ্রাহক গণ যদি তার বিনিময় পিন পরিবর্তন করতে চান তাহলে এই মেনু থেকে করতে হবে। পিন পরিবর্তনের জন্য গ্রাহককে তার ভার্চুয়াল আইডি, এনআইডি, জন্মতারিখ, একাউন্ট নাম্বার (যেমন ওয়ালেট একাউন্ট), বর্তমান পিন ও নতুন পিন দেয়ে সাবমিট করতে হবে। “সাকসেসফুল” মেসেজ আসলে পিন পরিবর্তন হয়েছে।

০২. রিসেট বিনিময় পিন: গ্রাহক গণ যদি তার বিনিময় পিন ভুলে যান তাহলে এই মেনু থেকে ভার্চুয়াল আইডি, এনআইডি, জন্মতারিখ ও ১টি একাউন্ট নাম্বার দিয়ে সাবমিট করতে হবে। সাকসেস হলে গ্রাহক মোবাইল ফোনে মেসেজে তার নতুন পিন জানতে পারবেন। তবে লেনদেন শুরু করার জন্য অবশ্যই “চেঞ্জ বিনিময় পিন” থেকে পিন পরিবর্তন করে নিতে হবে।

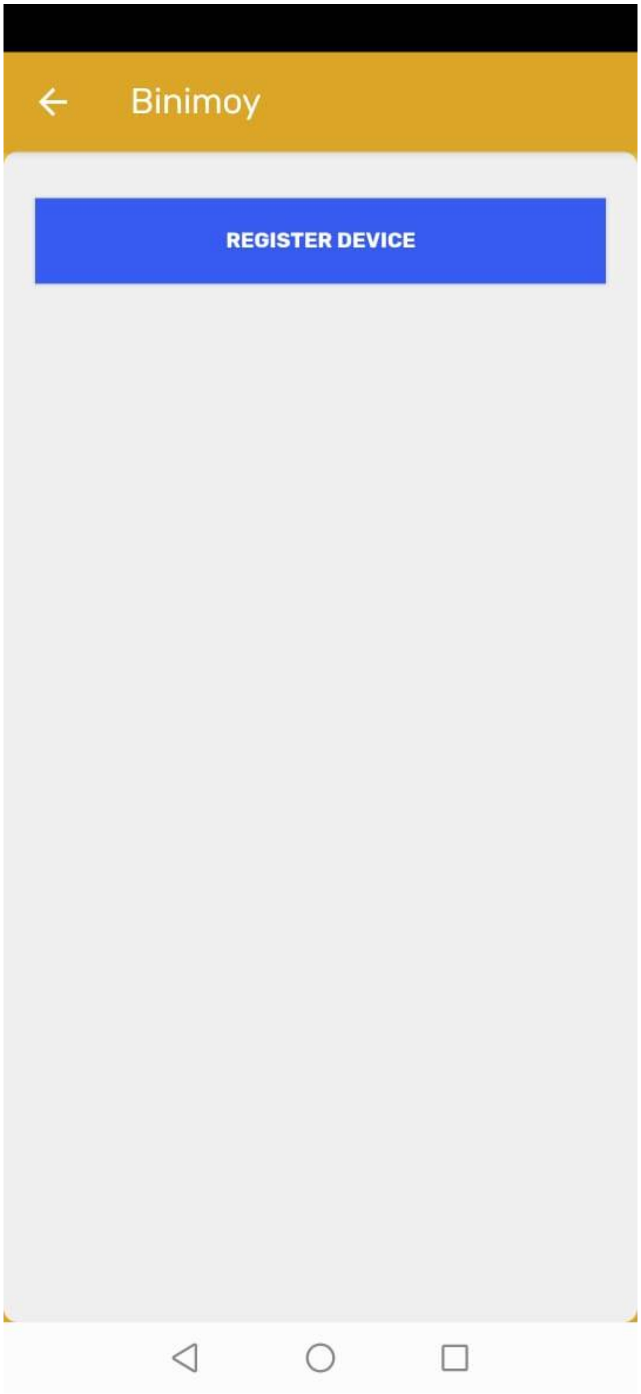

১১. ডিভাইসরেজিস্ট্রেশন: গ্রাহকগণ যদি তার ডিভাইস পরিবর্তন করেন বা কোন কারনে নতুন ডিভাইস ব্যাবহার করার প্রয়োজন হয় তাহলে নতুন ডিভাইস থেকে লেনদেনের পূর্বে অবশ্য ডিভাইস রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে। নইলে ট্রানজেকশনে “ইনভেলিড ডিভাইস আইডি” ইরর দিবে।

”রেজিস্ট্রারডিভাইস” মেনু তে ক্লিক করে ভার্চুয়াল আইডি, এনআইডি, জন্মতারিখ, যে কোন ০১ টি একাউন্ট নাম্বার ও বিনিময় পিন দিয়ে সাবমিট করলে ডিভাইস রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে।

১২. বেনিফিসারি ম্যানেজম্যান্ট :ভবিষ্যতে গ্রাহক গণ এই মেনু থেকে বেনিফিসারি সেট করে রাখতে পারবেন।

১৩. এবাউট বিনিময়: এই মেনু থেকে গ্রাহকগণ আপাতত আইসিটি মিনিস্ট্রি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের লগো দেখতে পাবেন।

ডিসপিউট :কোন ট্রানজেকশন ডিসপিউট হলে গ্রাহক গণ সোনালী ইওয়ালেটের সাপোর্ট এ যোগাযোগ করবেন ও সর্বোচ্চ টি+২ তে গ্রাহক টাকা ফেরত পাবেন।